ডকুমেন্টেশন পেপার

“বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন”

জনাব মোঃ আব্দুল হালিম
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
মোবাইল- ০১৭১১৩৪৬৪৭৫

বাংলাদেশের একমাত্র বেকার মুক্ত গ্রাম লাহিনীপাড়ার গল্প

১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে চাকুরী নিয়ে কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ শুরু করি। একে একে ১৮টি বছর ধরে একই চেয়ারে বসে কোন প্রোমোশন ছাড়াই পার করছি চাকুরী জীবণ। মনে কোন দিন প্রশ্ন উঠেনাই আমার কি করার কথা আমি কি আমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছি কিনা বা যেভাবে করছি সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা। চাকুরী জীবনে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণে ডাকলে মনে হত কিছুদিন একটু নিরিবিলি কাটিয়ে আসা যাবে ,অনেক কলিকদের সাথে দেখা হবে বেশ মজা হবে।এমনই ভেবে এক প্রশিক্ষণের মনোনয়ন পায় আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র খুলনাতে ২৬/১০/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ৩০/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত মোট ৫ দিনের। প্রশিক্ষণটি দিবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প।প্রশিক্ষণে গিয়েই ব্যতিক্রমি অভিজ্ঞতা হল, প্রশিক্ষণ ২৬/১০/১৪খ্রিঃ তারিখ থেকে, অথচ ২৫/১০/১৪ খ্রিঃ তারিখ রাত আটটায় প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হলো। পরের দিন ব্যতিক্রমী এক প্রশিক্ষণ কোন গেষ্ট স্পীকার নেই। কোন লম্বা বক্তব্য নেই। শুরুতেই প্রধান মন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের ক্যাপাসিটি স্পেশালিষ্ট জনাব মানিক মাহমুদ মহোদয় তার বক্তৃতায় বললেন আমরা এখানে ৫ দিন থাকবো এবং পাগলামী করবো। পাগল যেমন পাগলামী করে ভুল করে আমরা তেমন ভুল করব বার বার ভুল করে দেখবেন ১০ বার ভুল করার পর একবার ঠিক হবেই। এই ভুল করার সাহস তৈরী করতে হবে। ভুল মানে শিক্ষা। বলা হল যার যার প্রশিক্ষণটি সেই দিবেন এবং সেই নিবেন।

আমাদের বলা হলো অফিসে আপনারা যে কাজ করেন সেই কাজের নাম ৫টি করে লিখেন। লিখলাম পরে দেখা গেল যে কাজ গুলো নিয়ে অন্য বিভাগে আগেই ইনোভেশন শুরু করেছে সে কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ বাছাই করতে হবে।আমি বাছাই করলাম আত্মকর্মী সৃজন নিয়ে কাজ করতে।আত্মকর্মী নিয়ে কাজ করার পিছনের একটা গল্প আছে,গল্পটা এমন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজ প্রশিক্ষণ প্রদান ও আত্মকর্মী সৃজন করা।এ কাজের জন্য বাৎসরিক একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকে। প্রশিক্ষনের লক্ষ্যমাত্রা পূরন করতে পারলেও আত্মকর্মীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আমি ব্যথ হই। কিন্তু সেটা অধিদপ্তরকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ১০০% অর্জন হয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়ে থাকি। এই প্রশিক্ষণ যখন গ্রহণ করতে থাকি তখন সিমপ্যাথি এবং এমপ্যাথি আমাদের শেখানো হলো। তখন আমার বার বার মিথ্যা আত্মকর্মীর তথ্য দেওয়ার কথা মনে পড়ছিল। সে কারনে আমি আত্মকর্মী সৃজন সঠিক দেওয়ার জন্য ইনোভেশন করলাম এবং নাম দিলাম "বেকার যুবদের আত্মকর্মী সৃজনে ডাটাবেজ তৈরী ও উদ্বুদ্ধকরণ।

৫দিন প্রশিক্ষণে নিজ দপ্তরের পাশাপাশি অন্যের দপ্তরের সেবার অভিজ্ঞতা। নিজের জুতা খুলে সেবা গ্রহীতার জুতা পায়ের অভিজ্ঞতা,সব মিলিয়ে শেষ করলাম ব্যতিক্রমী প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে অফিসে এসে সহকর্মীদের সাথে প্রশিক্ষনে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা শেয়ার

করলাম। কিভাবে শুরু করবো, কোনগ্রাম বাছাই করে কাজ শুরু করব ভাবছি।এরই মধ্যে এটুআই থেকে মেল পেলাম ২৯/০৩/১৫ খ্রিঃ থেকে ৩১/০৩/১৫ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত তিন দিনের উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন শীর্ষক কর্মশালা ডব্লিউবিবি ট্রাষ্ট, ঢাকা ভেনুতে হবে।গেলাম তিন দিনের কর্মশালায়। কর্মশালাটি জনাব হুমায়ন কবির স্যার পরিচালনা করলেন।আমার প্রকল্প অনেক কাটাছেড়া ঘষামাজা করে আগের যা ছিল প্রায় সবই রেখে শুধু হুমায়ন কবির স্যার প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করলেন "বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন" পাইলট প্রকল্প।আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং আইডিয়া বেকার মুক্ত করার মত কাজ গ্রহণ করলাম। প্রকল্পের ডিজাইন তৈরী করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সেমিনার কক্ষে মাননীয় সচিব, যুগ্মসচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও প্রধান ইনোভেশন কর্মকর্তা সহ সকল কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রকল্পটি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হলো।মাননীয় সচিব জনাব নূর মোহাম্মদ মহোদয় মহাপরিচালক জনাব আনোয়ারুল করিম স্যার, চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব এরশাদ-উর-রশীদ, উপ-পরিচালক জনাব মাসুদা আকন্দ,উপ-পরিচালক জনাব আব্দুর রেজ্জাক সহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ "বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন"" প্রকল্পের ভূয়োষী প্রশংসা করেন।সমাপনি দিনে প্রকল্পটি কেবিনেট ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী স্যার পাওয়ার পয়েন্টে দেখে অত্যন্ত প্রশংসা করেন।এবং সাথে সাথে কুষ্টিয়া জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন মহোদয়কে ফোন করে প্রকল্প সম্মন্ধে অবহিত করেন এবং বাস্তবায়নের সহযোগিতার নির্দশনা দেন।

প্রশিক্ষণ শেষে কুষ্টিয়াতে ফিরে সর্ব প্রথম জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে দেখা করি।স্যার আমার প্রকল্পটি দেখেন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সাবিক ও আইসিটি) জনাব মুজিব-উল-ফেরদৌসকে নির্দশ দিলেন এই ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে যা যা লাগে সেইভাবে সহযোগীতা করার নির্দশ দেন একইভাবে উপজেলা নিবাহী অফিসার জনাব সাহেলা আক্তারকেও এবইভাবে নির্দশ দেন।

কুমারখালী উপজেলা বাংলাদেশের একটি ঐতিজ্যবাহী উপজেলা, যেখানে কবিগুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর , বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, কাঙ্গাল হরি নাথ, বাঘাযতিন ও মীর মোশারফ হোসেন এর মত মনিষীর পদচারণয় মুখরিত কুমারখালী। সেই উপজেলায় মীর মোশারফ হোসেন এর বাস্তভিটা যে গ্রামে সেই গ্রামের নামই লাহিনীপাড়া। আমি এই লাহিনীপাড়া বেকার মুক্ত করার কথা ভেবেই প্রকল্প তৈরী করি।

প্রথমে প্রকল্পটি উপজেলার মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করি,এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। পরে উক্ত গ্রামে লাহিনীপাড়া যুব উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করি।এবং উক্ত সমবায় সমিতিকে গ্রামের বেকারদের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ প্রদান করি। ডাটাবেজে জমাপড়ে লাহিনীপাড়া গ্রামের বিস্তারিত তথ্য।

পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের নির্দশে উক্ত প্রকল্পটি কুষ্টিয়া জেলা ইনোভেশন কমিটিতে যোগ হয়। এবং জেলা কমিটি নিয়মিত তদারকি করে।

জরিপে ১৮৮ জন বেকারের বিস্তারিত তথ্য জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন এর নেতৃত্বে লাহিনীপাড়া গ্রামের মীর মোশারফ হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুষ্টিয়া জেলার সমস্ত তফসিলি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার,ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কর্মসংস্থান ব্যাংকের এরিয়া ম্যানেজার, কারিগরি কলেজের প্রিন্সিপ্যালসহ এলাকার বেকার যুব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গর উপস্থিতিতে বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক মহোদয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের আর্থীক ও কারিগরি কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন।

বেকারদের চাহিদার ভিত্তিতে তাদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিবারের পারিপাশ্বিকতা বিবেচনা করে ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ১৫ জন বেকার যুবক গামেন্টেস এ চাকুরী করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে তাদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চীপ, ইনোভেশন অফিসার জনাব এরশাদ-উর-রশিদ মহোদয়ের নিদেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম থেকে গমেন্টেস-এ প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়।কুষ্টিয়া থেকে কুড়িগ্রামে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যাওয়া আসা বাবদ ১৫ জনের সমস্ত খরচ জেলা প্রশাসক নিজে তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করেন ।একমাস প্রশিক্ষণ শেষে কুষ্টিয়া ফিরে আসে ।পরে তাদের ঢাকাতে প্রথমে দিগন্ত গামেন্টস ও পরে তারা নিজেরাই বিভিন্ন গামেন্টস এ চাকুরি করছে ।পর্যায়ক্রমে মৎস্য চাষ ,পোলট্রি পালন, গরু মোটাতাজাকরন, পোষাক তৈরী ,ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়ারিং, মোবাইল ফোন মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মোবাইল ফোন মেরামতে আত্মকর্মী হয়েছে ৬ জন, মৎস্য চাষে ১৮ জন,পোষাক তৈরীতে ১৬ জন গার্মন্টসে চাকুরী করে ১৫ জন, গরুমোটাতাজাকরণে আত্মকর্মী হয়েছে ১১৫ জন ইলেক্ট্রিক্যাল এর কাজ করে ৪ জন, মুরগীর খামার করেছে ১৪ জন।এভাবে ১৮৮ জন সফল আত্মকর্মীর পথ গ্রহন করেছে।

সমস্যার মুল কারণঃ

বেকার যুবদের সঠিক ডাচাবেজ না থাকার কারণে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যাচ নির্ধারণ করতে অনেক সময় লেগে যায়।চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব থাকায় বেকার যুবদের সর্বত্র যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না ।প্রশিক্ষণ পরবর্তী বেকার যুবদের আত্মকর্মী সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ না করা ও প্রকল্প গ্রহনকারীর বাস্তব অবস্থা নিবিড় ভাবে তদারকী করতে না পারা। গ্রামের খামারীদের বাজারের সাথে লিংকেজ না থাকায় বেকারদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণের সমস্যা হয়।

প্রচলিত সেবা পদ্ধতি ছিলোঃ বেকারদের সঠিক ডাটাবেজ ছিল না।

ইনোভেশন সমাধানঃ

প্রকল্প এলাকায় যুব সংগঠন তৈরী পূর্বক খন্ডকালীন সল্প বেতনে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরী ও উদ্বুদ্ধকরণ।

ডাটাবেজ প্রস্তুত পূর্বক বেকারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্ধারণ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্ধারণের ক্ষেত্রে চলমান ট্রেডের পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ,কর্মসংস্থান ব্যাংক ও সরকারের অন্যন্য আর্থীক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শতভাগ আত্মকর্মী সৃষ্টি করা ।বেকারদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণের সমস্যা হলে বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ তৈরী করে বাজারজাতের ব্যবস্থা করা । আত্মকর্মীদের প্রোনোদনা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

উদ্যোগটি চালু হওয়ার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাঃ কোন বেকার নেই, বেকার মুক্ত গ্রাম সৃষ্টি হয়েছে।

আবারও প্রশিক্ষণঃ

এরই মধ্যে আবারও এটুআই থেকে ট্রেনিং এর জন্য মেল পাঠানো হল ।০৮/৫/১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৯/৫/১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।কে,আই,বি খামার বাড়ী ঢাকাতে দুই দিনের ডকুমেন্টেশন ও ডেসিমিনেশন বিষয়ক কোর্সে ।উক্ত প্রশিক্ষণে জনাব মানিক মাহমুদ মহোদয় এবং জনাব সানাউল হক স্যার দুই দিনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে শেখালেন কত অল্প সময়ে অনেক বড় গল্প শুনানো যায়, কত অল্পের মধ্যে বড় কিছু প্রদর্শন করে বোঝানো যায় । বলা হল গল্প লিখতে । কোন দিন কিছু লেখার অভ্যাস নেই ।বলা হল আপনারা যা করেছেন সেটাই লিখেন । আমিতো লাহিনী পাড়া গ্রামকে বেকার মুক্ত করেছি ।তারা বলল সেটাই লিখেন ।তাই বাধ্য হয়েই লিখছি বেকার মুক্ত গ্রাম লাহিনী পাড়ার কথা । এটা গল্প হচ্ছে না কি হচ্ছে আমি জানিনা । আমি শুধু কিভাবে কাজটি করেছি সেটাই তুলে ধরলাম ,এটা গল্প না হলে যারা এটা পড়বে একটু কষ্ট করে গল্প মনে করে ধর্য্য ধরে পড়লে অনেক খুশি হব ।

বাস্তবায়ন কৌশল : বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্পটি উপজেলার মাসিক সমন্বয় সভায় উপজেলার মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করি তা সবসম্মতিক্রমে পাশ হয়। পরে উক্ত গ্রামে লাহিনীপাড়া যুব উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করি।এবং উক্ত গ্রামের বেকারদের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ প্রদান করি।ডাটাবেজ তৈলী করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করি যা আগেই বলেছি।

সহযোগিতা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চীপ ইনোভেশন অফিসার জনাব এরশাদ-উর-রশীদ সারের সাবিক সহযোগিতায় কুষ্টিয়া জেলার বার বার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী সুযোগ্য জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন মহোদয়ের দিক নিরদেশনায়, জনাব মুজিব-উল- ফেরদৌস অতিঃ জেলা প্রশাসক (সাবিক ও আইসিটি) কুষ্টিয়া ও জনাব সাহেলা আক্তার উপজেলা নিবাহী অফিসার কুমারখালীর সফল নেতৃত্বে এবং কুমারখালীর উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ আব্দুল মান্নান খাঁন মহোদয়ের আথিক সহযোগিতা পাই । ডাটাবেজ তৈরীর জন্য ২৫,০০০/- হাজার টাকা ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০/-হাজার টাকা এছাড়া প্রশিক্ষন চালানোর জন্য দুইটি সেলাই মেশিন পরিষদ থেকে প্রদান করা হয়েছে ।সবচেয়ে বড় প্রেরণার উৎস ছিল জেলা প্রশাসক স্যারের ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে গামেন্টস এ প্রশিক্ষনাথীদের যাতায়াত ,ভাতাসহ ঢাকাতে চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ প্রদান।

জনগনের আর্থ সামাজিক কিংবা আবকাঠামোগত অগ্রগতিতে ইহার প্রভাবঃ

ইনোভেশেন আইডিয়াটির বাস্তবায়নের ফলে একজন প্রশিক্ষণার্থীর পূর্বর ন্যায় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা প্রদানের লক্ষ্যে ৩/৪ বার গমনের প্রয়োজন পড়ছে না। একই ভাবে প্রশিক্ষণার্থী যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের কোন এলাকায় ৩/৪ পরিদর্শনের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় ও ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে ।বেকার যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থান/কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করণের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। "বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন" উদ্ভাবনী উদ্যোগ যুবদের বেকারত্ব দুরীকরণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে দপ্তরের কর্মপ্রয়াসকে সুসংহত করছে এবং বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামোগত অগ্রগতিতে ইহার প্রভাব পড়ছে।

সন্মাননা : কুষ্টিয়া জেলা ইনোভেশনে শ্রেষ্টত্ব অর্জন । খুলনা বিভাগীয় "উদ্ভাবন নক্ষত্র"বাছাই এ তাম্র পদক অর্জন। রাজশাহী বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কলসহ নিজস্ব দপ্তর ও সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেকার মুক্ত গ্রাম লাহিনী পাড়ার উপর তৈরী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করি। সব শেষে "উদ্ভাবকের দেশে" ডকুমেন্টশন তৈরীর জন্য ৭১ চ্যানেল এর রিপোটার এসে টানা দুইদিন ধরে বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজনের কৌশল ও লাহিনী পাড়ার আত্মকর্মীদের খামারের বিভিন্ন চিত্র ধারণ করেন। যা উদ্ভাবকদের নিয়ে অনুষ্ঠান "উদ্ভাবকের দেশে" অনুষ্ঠান প্রথম পর্ব বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয় ।যা পরে এটিএন নিউজসহ বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে ।

বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ট উদ্ভাবক হিসাবে তাম্র পদক গ্রহন

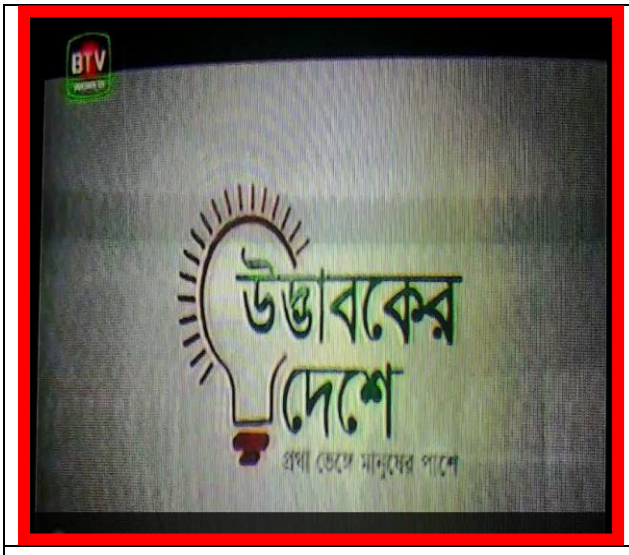
BTV
উদ্ভাবকের
দেশে
প্রথা ভেঙ্গে মানুষের পাশে

প্রথম পর্ব : বেকারমুক্ত গ্রাম
দেখুন রাত ১০ টার খবরের পর

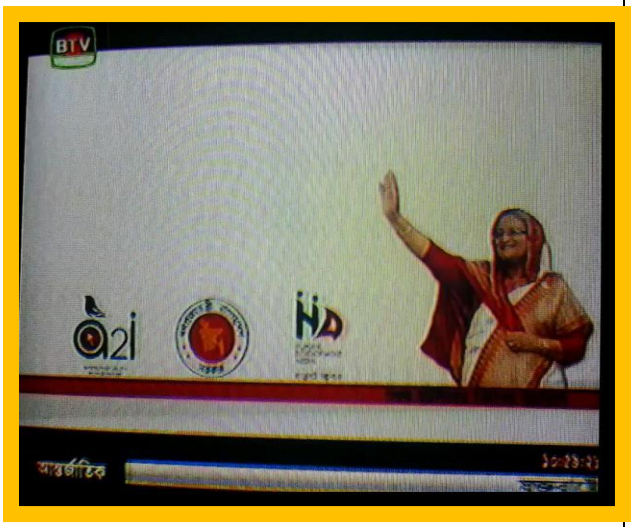
BTV

BTV

উদ্ভাবকের
দেশে
প্রথা ভেঙ্গে মানুষের পাশে
বেকারমুক্ত গ্রামের গল্প জানতে
দেখুন উদ্ভাবকের দেশে

উদ্ভাবকের
দেশে
উদ্ভাবনী সম্মাননা
মোঃ আব্দুল হালিম
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

মোবাইল ফোন মেরামত আত্মকর্মী

মৎস্য চাষ আত্মকর্মী

পোষাক তৈরীতে আত্মকর্মী

গার্মন্টরস চাকুরীতে যাওয়ার আগে জেলা প্রশাসক ব্রিফিং দিচ্ছে

গার্মন্টসে প্রশিক্ষণে সমাপনি

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

গরুমোটাতাজাকরণে আত্মকর্মী